ফাজায়েলে গিয়ারভী শরীফ

pdf by : Mohammad Abdul Awal
সকলের নিকট দু'আ প্রার্থী
Mobile : 01745-335634

আল্লামা আকবর আলী রেজভী
ছুন্নী আল-ক্বাদরী

প্রকাশনা তত্বাবধায়ক ঃ গিয়াস উদ্দিন আহ্‌মাদ
শিলা ইউনানী ল্যাবরেটরিজ, কুমিল্লা

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৮শে জমাঃসানী ১৪০৮ হিজরী
১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ ইংরেজী
৪ঠা ফাল্‌গুন ১৩৯৪ বাংলা

মুদ্রণ সংখ্যা—৫২৫০ কপি
(লিখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। মোহাম্মদ ছদরুল আমিন রেজভী ছুন্নী আল্‌কাদেরী
গ্রাম ঃ সতরশ্রী, "রেজভীয়া দরবার শরীফ"
পোঃ ঃ রেজভীয়া এতিমখানা
জেলা ঃ নেত্রকোনা

২। বন্দিশাহী লাইব্রেরী
২০ রাজগঞ্জ, কুমিল্লা

৩। প্যানোরমা লাইব্রেরী
কান্দিরপাড় (ভিক্টোরিয়া কলেজ রোড), কুমিল্লা।

ঃ প্রকাশকের আরজ ঃ

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নাহমাদুহু ওয়ানুছাল্লি আলা রাছুলিহিল কারিম

রাব্বুল আলামিনের "দরবারে এলাহীয়ায়" অশেষ হামদ ও "দরবারে মোস্তফায়" অফুরন্ত দরুদ অন্তে আরজ এই যে, আল্লাহর হাবীব আলেমে মাকানা ওয়ামাইয়াকুন ছরকারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে প্রায় ৭৩দল হইয়াছে তন্মধ্যে ৭২টি দলই জাহান্নামী, কেবল মাত্র একটি দল বেহেস্তী। যেহেতু নতুন নতুন দল বাহির হইয়াছে সেহেতু নতুন নতুন আকিদার ও আবিষ্কার হইয়াছে। যেমন আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন, নবী আমাদের মতই রক্তে-মাংসে গড়া ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা মানুষ ছিলেন ও ঈমানী ভাই বলা, ইয়া রাসুলাল্লাহ ও ইয়া গাউছুল আজম বলা শেরক এবং নজর নেয়াজ, ফাতেহা, মিলাদুন্নবী অর্থাৎ বারাভী শরীফ ইত্যাদিকে বেদাত ও হারাম বলা। এই অসংখ্য নতুন আবিস্কৃত আকিদার মধ্যে ইহাও একটি যে, মহবুবে ছোবাহানী, কুতুবে রব্বানী, গাউছুচ্ছাকালাইন হযরত শায়খ ছৈয়দ মুহীউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর স্মরণে অনুষ্ঠিত গিয়ারভী শরীফকে বেদাত ও হারাম বলা। অথচ নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত আছে যে হযরত গাউছুল আজম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফকে খুব গুরুত্ব সহকারে পালন করিতেন। একদিন স্বপ্নের মধ্যে ছরকারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াচ্ছালাম তাঁহাকে বলিলেন যে আমার বারই রবিউল আউয়ালের প্রতি তুমি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছ, ইহার বিনিময় আমি তোমাকে গিয়ারভী শরীফ দান করিলাম। যে ব্যক্তি উহা পালন করিবে, সে প্রচুর বরকত লাভ করিবে এবং পৃথিবীর পূর্ব হইতে পশ্চিম

প্রান্ত পর্যন্ত ইহা কেয়ামত অবধি জারী থাকিবে। যে ব্যক্তি সব সময় ইহা পালন করিবে। যে বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা পাইবে ; দুঃখ ও চিন্তা মুক্ত হইয়া সুখ ও শান্তিতে জীবন-যাপন করিবে ।

এই মোবারক ও বরকত ওয়ালা অনুষ্ঠানকে জারী রাখিবার জন্যই আমাদের প্রাণ প্রিয় মুরশিদে বরহক মোজাদ্দেদে জামান, মুনাজেরে আহলে ছুন্নাত, আশেকে রাসুল মাসুকে এলাহী হয়রতুল আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী শাহ ছুন্নী আল্ কাদেরী সাহেব কেবলা ঋতেল পন্থীদের প্রতিবাদের অত্র ফাজায়েলে গিয়ারভী শরীফ" নামক ক্ষুদ্র রেছালা খানা রচনা করত প্রমাণ করেন যে, যদিও গিয়ারভী শরীফ গাউছে পাক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ফাতেহা শরীফ হয় কিন্তু হাকিকত এই যে অনেক বুজুর্গের উপর আল্লাহর উপহার উক্ত দিনে অর্থাৎ মহরমের ১০ তারিখ আসায়, তাঁহারা খুশি ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই জন্য আজ পর্যন্ত ছুন্নী জামাতের অলীগণ এই অনুষ্ঠান পালন করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া আসিতেছেন। আমাদের তরিকত পন্থী ভাইদের সুবিধার জন্য আমি অধম হুজুর কেবলার এজাজত ক্রমে দরুদে তাজ, কাছিদায়ে গাউছিয়া ও ছিল ছিলায়ে কাদরীয়া বরকতিয়া রেজভীয়ার পরিচয়ের জন্য আউলিয়া কেরামগণের ধারাবাহিক ইছিম শরীফ ও সংযুক্ত করিয়া দিয়াছি। উক্ত ক্ষুদ্র রেছালা খানা পাঠ ও আমল করে যাহারা উপকৃত হইবেন। তাঁহারা আমাদের পীর সাহেব হুজুর কেবলার দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া করিবেন ।

বিনীত—

আরজ গুজার

খন্দকার মুহাম্মদ আবদুছ ছালাম

রেজভী ছুন্নী আল্ কাদেরী

খাদেম

রেজভীয়া দরবার শরীফ

পবিত্র আশুরার দিনে অর্থাৎ মহরম মাসের ১০ তারিখে যে সকল আশ্চর্য ঘটনাবলী ঘটিয়াছিল, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল :—

১ নং মহরম মাসের ১০ তারিখ অর্থাৎ আশুরার দিনে হযরত আদম আলাইহিচ্ছালামের তওবাহ কবুল হইয়াছিল।

২ নং হযরত নুহ আলাইহিচ্ছালামের কিস্তি জমিনের কিনারে ভিড়িয়াছিল।

৩ নং হযরত ইউনুছ আলাইহিচ্ছালাম মাছের পেট হইতে বাহিরে আসিয়াছিলেন।

৪ নং উক্ত দিনেই হযরত আইয়ুব আলাইহিচ্ছালাম বিমার হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

৫ নং হযরত মুছা আলাইহিচ্ছালাম ফেরআউনের অবিচার ও অত্যাচার অনাচার হইতে নাজাত পাইয়াছিলেন এবং উক্ত দিনেই ফেরআউন নীল নদীতে ডুবিয়া গিয়াছিল।

৬ নং হযরত ইয়াকুব আলাইহিচ্ছালামের সহিত হযরত ইউছুফ আলাইহিচ্ছালামের মিলন ঘটিয়াছিল।

৭ নং হযরত ইমাম হোছাইন (রাঃ) মহরম মাসের ১০ তারিখেই কারবালায় শহীদ হইয়াছিলেন।

উপরোল্লেখিত বুজর্গান ১০ই তারিখ রাত্রিতে শান্তি পাইয়াছিলেন, এই জন্য আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামাতের বুজর্গান আউলিয়ায়ে কেরাম গেয়ারবী শরীফ করেন। জাহেরী অবস্থায় হযরত গাউছে পাক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ফাতেহা হয় কিন্তু হাকিকত এই যে ঐ সকল বুজর্গানের উপর আল্লাহর উপহার আসায় খুশি ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই জন্য আজ পর্যন্ত সুন্নী জামাতের অলীগন এই আনন্দ পালন করিয়া আসিতেছেন হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম যে কলেমাত ওছিলা করিয়া তওবাহ করিয়াছিলেন এবং তওবার কবুল হইয়াছিল। উক্ত কলেমাত ও মহরমের ১০ তারিখে পাইয়াছিলেন, এবং খুশি হইয়াছিলেন। যেহেতু গেয়ারবী শরীফকে সুন্নতে আদমও বলে।

গিয়ারবী শরীফের নিয়মাবলী :—

১।	বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম—	১১ বার
২।	আছতাগফিরুল্লাহাল্লাজী লাইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইউম ওয়া আতুবু ইলাইহ্—	১১ বার
৩।	দরুদ শরীফ—	১১ বার
৪।	ছুরায়ে ফাতেহা—	১১ বার
৫।	ছুরায়ে এখলাছ শরীফ—	১১ বার
৬।	আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ—	১১ বার
৭।	আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ—	১১ বার
৮।	লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—	১১ বার
৯।	ইল্লাল্লাহ—	১১ বার
১০।	আল্লাহ—	১১ বার
১১।	আল্লাহু—	১১ বার
১২।	হু-আল্লাহ—	১১ বার
১৩।	হু—	১১ বার
১৪।	হুয়াল্লাহ-হুল্লাজিলা ইলাহা ইল্লাহু—	১১ বার
১৫।	আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাহু—	১১ বার
১৬।	আন লা ইলাহা ইল্লাহু—	১১ বার
১৭।	আনতাল হাদী আনতাল হাক্ব লাইছাল হাদী ইল্লাহু—	১১ বার
১৮।	হাছবীরাব্বী জাল্লাল্লাহ—	১১ বার
১৯।	মাফী ক্বালবী গায়েরুল্লাহ—	১১ বার
২০।	নূরে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু—	১১ বার
২১।	লা মাবুদা ইল্লাল্লাহ—	১১ বার
২২।	লা মওজুদা ইল্লাল্লাহ—	১১ বার

২৩। লা মাকছুদা ইল্লাল্লাহ— ১১ বার

২৪। হুয়াল মুছাব্বিরুল মুহীতুল্লাহ— ১১ বার

২৫। ইয়া হাইয়ু, ইয়া কাইয়ুমু— ১১ বার

২৬। আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ— ১১ বার

২৭। আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া হাবীবল্লাহ— ১১ বার

২৮। ইয়া শায়েখ ছাইয়েদ সুলতান আবদুল কাদের জিলানী শাইয়ান লিল্লাহ— ১১ বার

২৯। দরুদ শরীফ— ১১ বার

৩০। কাছিদায়ে গাউছিয়া শরীফ একবার পুরা খতম করিতে হইবে— ১ বার

৩১। মিলাদ শরীফ—

৩২। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (জিকির)— ১০০ বার

৩৩। ইল্লাল্লাহ— ১০০ বার

৩৪। আল্লাহু— ১০০ বার

৩৫। শাজরা শরীফ— ১ বার

৩৬। আখেরী মোনাজাত—

বিঃ দ্রঃ—বারভী শরীফের তরতীব ও গেয়ারভী শরীফের মতই; তবে বারভী শরীফে উপরোক্ত প্রত্যেক তছবীহ ১২ (বার) বার করিয়া পড়িতে হইবে।

কছিদায়ে গাউছিয়া শরীফ ঃ

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ঃ

আচ্ছালাম আয় নূরে চশমে আম্বিয়া

আচ্ছলাম আয় বাদশাহে আউলিয়া

১) ছাকানিল হুব্বু, কাছাতিল বিয়ালী ;

ফাকুলতু লি খামরাতী নাহভী তা-আলী॥ আচ্ছালাম—

২) ছা'আত্ ওয়া মাশত্লি নাহ্ভী ফিকুউহিন
ফাহিমতু ছুক্‌রাতী বাইনাল মাওয়ালী ॥ আচ্ছালাম—

৩) ফাবুল্‌তু লিহায়েরীল আকতাবে লুম্মু,
বিহালী ওয়াদখুলু আনতুম রিজালী ॥ আচ্ছালাম—

৪) ওয়া হাম্মু ওয়াশ্‌রাবু আনতুম জুন্নদী,
ফাছাকীল্ কাওমে বিল ওয়াফি মালালী ॥ আচ্ছালাম—

৫) শারিব্‌তুম ফুদলাতী মিম্ বা'দী ছুক্‌রী,
ওয়ালা নিল্‌তুম উলুব্বী ওয়াত্তেছালী ॥ আচ্ছালাম—

৬) মকামুকুমুল্ উলা জাম্‌আও ওয়ালাকিন
মকামীকাউকাকুম মাজা'লা আ-লী ॥ আচ্ছালাম—

৭) আনা ফি হজরতিত্ তকরীবে ওয়াহ্‌দী,
ইউছার্‌রিফুনী—ওয়া হাছবী জুল্ জালাল ॥ আচ্ছালাম—

৮) আনাল বা-জিউ আশ্‌হাবু কুল্লি শাইখিন,
হুয়া মানজা-ফির রিজালে উ'তা মিছালি ॥ আচ্ছালাম—

৯) কাছানী খিল্ আতান্ বিতারাজি আজমিন,
ওয়া তাওয়াজানী বিতীজানিল কামালী ॥ আচ্ছালাম—

১০) ওয়া আত্‌লা' আনী আলা ছিররিন কাদী-মিন,
ওয়া কাল্লাদানী ওয়া আ'তানী ছুআলী ॥ আচ্ছালাম—

১১) ওয়া ওয়াল্লা-নী আলাল আক্‌তাবে জামআন,
ফা হুক্‌মী নাফিজুন্ ফী কুল্লি হা-লী। আচ্ছালাম—

১২) ওয়ালাও আল্ কাইতু ছিররি ফি বিহারীন;
লাছা-রাল্ কুল্লু গাওরান ফি জাওয়ালী ॥ আচ্ছালাম—

১৩) ওয়ালাও আল্ কাইতু ছিররি ফি জেবালিন।
লাদুক্কাত ওয়াকৃতাফাত্ বাইনার্ রেমালী ॥ আচ্ছালাম—

১৪) ওয়ালাও আল্‌কাইতু ছির্‌রি ফউকা নারিন্।
লাখামাদাত ওয়ানতাফাত মিন ছির্‌রে হালী ॥ আচ্ছালাম—

১৫) ওয়ালাও আল্‌কাইতু ছির্‌রী কউকা মাইতিন্‌।
লাকামা বেকুদরাতিল মওলা তাজ'লী ॥ আ'চ্ছালাম—

১৬) ওয়ামা মিন্‌হা শুহুরুন আউ ছুহুরুন।
তামুররু ওয়াতা'নকাদী ইল্লা আতালী ॥ আচ্ছালাম—

১৭) ওয়াতুখ্‌ বেরুনী বিমা এয়া'তী ওয়া ইয়াজ্‌রী।
ওয়া তু'লেমুনী ফাআক্‌ছির আন জেদালী ॥ আচ্ছালাম—

১৮) মুরীদীহিম ওয়াতিব ওয়াশ্‌তাহ্‌ ওয়া গান্নি
ওয়া ইফ্‌আল মা তাশাউ, ফাল ইছমু আলী ॥ আচ্ছালাম—

১৯) মুরীদী লা-তাখাফ আল্লাহু রব্বি।
আতানী রিফ্‌আতান নিলতুম মানালী ॥ আচ্ছালাম—

২০) তুবুলী ফিচ্ছামায়ে ওয়াল আরদে দুকাত।
ওয়া শাউছুচ সায়াদতে কদ বাদালী ॥ আচ্ছালাম—

২১) বেলাদুল্লাহে মুলকী তাহতা হুকমী।
ওয়া ওয়াক্‌তী কব্‌লা, কব্‌লী কদ ছফালী ॥ আচ্ছালাম—

২২) নাজারতু ইলা বেলাদিল্লাহে জামআন।
কা খারদালাতিন্‌ আলা হুকমিত্তেছালী ॥ আচ্ছালাম—

২৩) ওয়া কুল্লু ওলিয়িন আলা কাদমিন ওয়া ইন্নি।
আলা কদমিন্‌ নবী বদরিল্‌ কামালী ॥ আচ্ছালাম—

২৪) মুরীদী লা-তাখাফ, ওয়াশিন ফাইন্নি।
আজুমুন্‌ কাতেলুন এমলা কেতালী ॥ আচ্ছালাম—

২৫) দারাছতুল এল্‌মা হাত্তা ছিরতু কুত্‌বান।
ওয়া নিলতুচ ছা'দা মিম্‌ মওলাল মাওয়ালী ॥ আচ্ছালাম—

২৬) ফামান ফি আউলিয়া ইল্লাহে মিছ্‌লী।
ওয়া মান্‌ ফিল এল্‌মে ওয়াত ওয়াত-তাছরীফে হালী ॥ আচ্ছালাম—

২৭) কাজা ইবনুর রেফায়ী কা-না মিন্নী।
কাঁইয়াছ্‌লুকু ফী তরীকী ওয়াশ্‌তেগালী ॥ আচ্ছালাম—

২৮) রেজালুন ফি, হাওয়াজিহি হিম্ ছেয়ামুন।
ওয়া ফি জুলামিল্ লায়ালী কাল্ লা আলী ॥ আচ্ছালাম—

২৯) আনাল হাছানী ওয়াল্ মোখ্দা' মকামী।
ওয়া আক্দা-মী আলা উন্কির রেজালী ॥ আচ্ছালাম—

৩০) ওয়া আবদুল কাদেরিল, মশহুর- ইছমী।
ওয়া জাদ্দী ছাহেবুল আইনিল, কামালী ॥ আচ্ছালাম—

৩১) আনাল্ জীলী মুহিউদ্দীন ইছমী
ওয়া আ'লামী রা'ছিল জেবালী ॥ আচ্ছালাম—

৩২) তাকাব্বালনীওয়ালা মাক্ছুদ্ ছূআলী।
আগিছনী ছৈয়্যেদী উজ্‌র বেহালী ॥ আচ্ছালাম—

৩৩) ফাহাল্লিল্ এয়া এলাহী কুল্লা ছোয়াবীন্।
বেহাক্কিল মোস্তফা বদ্‌রিল কামালী ॥ আচ্ছালাম—

দরুদে তাজ শরীফ :

আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা ছৈয়্যেদেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদীন ছাহেবিত তাজে ওয়াল মে'রাজে ওয়াল বোরাকে ওয়াল আলাম। দাফেয়িল বালায়ে ওয়াল ওবায়ে ওয়াল কাহ্‌তে ওয়াল মারাদে ওয়াল আলাম। ইছমুহু মকতুবুন মারফুউন মাশফুউন মানকুশুন ফিল্লাওহে ওয়াল কালাম। ছৈয়দিল আরাবে ওয়াল আজম। জিসমুহু মোকাদ্দাছুন, মোয়াত্তারুন, মোতাহ্‌হারুন মোনাওয়ারুল ফিল্ বাইতে ওয়াল্ হারাম। শামছিদ্দোহা, বদরিদ্দোজা ছদরিলউলা নূরিল হুদা কাহ্‌ফিল ওয়ারা মিছবাহিজ জুলাম। জমিলিশ শিয়ামে, শাফীয়িল উমামে, ছাহেবিল জুদে ওয়াল কারাম। ওয়াল্লাহু আছেমুহু ওয়া জিব্‌রিলু খাদেমুহু ওয়াল বোরাকো মারকাবুহু ওয়াল মে'রাজু ছাফারুহু ওয়া ছিদরাতুল মোনতাহা মাকামুহু ওয়া কাবা কাওছাইনে মাতলুবু ওয়াল মাতলুবু মাকছুদুহু ওয়াল মাকছুদু মওজুদুহু। ছৈয়দিল মোরছালিনা খাতেমিন নবীয়িন। শাফি'য়িল মোজনিবিনা আনিছিল গারিবিন। রাহ্‌মতিল্লিল্ আলামিনা রাহাতিল আশেকিন। মুরাদিল্ মোশ্‌তাকিনা শামছিল আরেফিন। ছিরাজিস ছালেকিনা মিস্‌বাহিল মোকররাবিনা। মুহিব্বিল ফোকারায়ে ওয়াল গোরাবায়ে ওয়াল মাছাকিন ছৈয়দিছ ছাকালাইনে নাবীইল হারামাইনে ইমামিল কিবলাতাইনে ওয়াছিলাতিনা ফিদ্‌দারাইনে। ছাহেবে কাবা কাওছাইনে মাহবুবে রাব্বিল মাশরেকাইনে ওয়াল মাগরেবাইন জাদ্দিল হাছানে ওয়াল হোছাইনে মওলানা ওয়া মাওলাছ্ ছাকালাইনে। আবিল্ কাছেমে মোহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ্। নূরুম্‌মিন নূরীল্লাহ্। ইয়া আইয়ুহাল মোশ্‌তাকু না বিনুরী জামালি হি ছাল্লু আলাইহি ওয়াছাল্লিমু তাছলিমা।

ছিলছিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রেজভীয়া এর মাশায়েখে এজামগণের এন্তেকালের তারিখ সমূহ এবং তাঁহাদের পবিত্র মাজার সমূহের স্থান।

নম্বর শুমার	আহমায়ে তাইয়্যেবাহ	তারিখে ভেছাল	মদফান শরীফ
১।	হুজুর পুরনূর ছাইয়েদেনা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম	১২ই রবিউল আউয়াল শরীফ ১১ হিজরী	মদিনা তৈয়েবাহ
২।	হযরত ছাইয়েদেনা মাওলায়ে কায়েনাত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	২১ রমজানুল মোবারক ৪০ হিজরী	নজফ আশরাফ (কুফা)
৩।	হযরত ছাইয়েদেনা ইমাম হুছাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	১০ই মহরম ৬১ হিজরী	কারবালায়ে মোয়াল্লা
৪।	হযরত ছাইয়েদেনা ইমাম জয়নাল আবেদিন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	১৮ই মহরম ৯৪ হিজরী	মদিনা তৈয়েবাহ
৫।	হযরত ছাইয়েদেনা ইমাম মোহাম্মদ বাকের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	৭ই জিলহজ্ব ১১৪ হিজরী	,,
৬।	হযরত ছাইয়েদেনা ইমাম জাফর ছাদিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	৫ই রজব ১৭৮ হিজরী	
৭।	হযরত ছাইয়েদেনা ইমাম মূছা কাজিম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	৫ই রজব ১৮২ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
৮।	হযরত ছাইয়েদেনা ইমাম আলী রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু	২১ই রমজান শরীফ ২০৩ হিজরী	মাশহাদ শরীফ বাগদাদ
৯।	হযরত ছাইয়েদেনা শায়েখ মারুফ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	২রা মহরম ২০৩ হিজরী	বাগদাদ শরীফ

নম্বর শুমার	আছমায়ে তাইয়েবাহ	তারিখে ভেছাল	মদফান শরীফ
১০।	হযরত ছাইয়েদেনা শায়েখ ছিররী ছাক্‌তি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	১৩ই রমজানুল মোবারক ২৫৩ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
১১।	হযরত ছাইয়েদেনা শায়েখ জুনাইদ বাগদাদী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	২৭ই রজব ২৯৭/২৯৮/২৯৯ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
১২।	হযরত ছাইয়েদেনা শায়েখ আবু বকর শিবলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	২৭ই জিলহজ্ব ৩৩৪ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
১৩।	হযরত ছাইয়েদেনা শায়েখ আবুল ফজল আবদুল ওয়াহিদ তামিমী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	২৬ই জামাদিউল আখের ৪৩৫ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
১৪।	হযরত ছাইয়েদেনা শায়েখ আবুল ফারাহ তারতুসী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	৩রা শাবান ৪৪৭ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
১৫।	হযরত ছাইয়েদেনা শেখ আবুল হাছান আলী হাক্কারী রাদিয়াল্লাহু	১লা মহরম ৪৮৬ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
১৬।	হযরত ছাইয়েদেনা শায়েখ আবু ছাইদ মাখজুমী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	৭ই শাবান ৫১৩ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
১৭।	হযরত ছাইয়েদেনা গাউছে আজম জিলানী বাগদাদী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	১১ বা ১৭ই রবিউল আখের ৫৬১ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
১৮।	হযরত ছাইয়েদেনা ছাইয়েদ আবদুর রেজ্জাক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	৬ই শাওয়াল ৬২৩ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
১৯।	হযরত ছাইয়েদ আবু ছালেহ নছর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	২৭ই রজব ৬৩২ হিজরী	বাগদাদ শরীফ

নম্বর শুমার	আছমায়ে তাইয়েবাহ	তারিখে ভেছাল	মদকান শরীফ
২০।	হযরত ছাইয়েদেনা ছৈয়দ মুহীউদ্দীন আবু নছর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	২৭ই রবিউল আউয়াল ৬৭৬ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
২১।	হযরত ছাইয়েদেনা ছাইয়েদ আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	২৩ শওয়াল ৭৩৯ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
২২।	হযরত ছাইয়েদেনা মুছা রাদিয়াল্লাহু আনহু	১৩ই রজব ৭৬৩ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
২৩।	হযরত ছাইয়েদেনা হাছান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	২৬ই শফর ৭৮১ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
২৪।	হযরত ছাইয়েদেনা ছাইয়েদ আহমদ জিলানী রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু	১৯ই মহরম ৮৫৩ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
২৫।	হযরত ছাইয়েদেনা শায়েখ বাহা-উদ্দীন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	১১ই জিলহজ ৯২১ হিজরী	দৌলতাবাদ (দক্ষিনাত্য) ভারত
২৬।	হযরত ছাইয়েদেনা ছৈয়দ ইব্রাহীম ইরজী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	১৫ই রবিউল আখের ৯৫৩ হিজরী	দরগাহ নাহ-বুবে এলাহী দিল্লী
২৭।	হযরত ছাইয়েদেনা শায়েখ মুহাম্মদ ভিখারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	৯ই জিলকদ ৯৮১ হিজরী	কাকুরভী লৌক্ষ্মো ভারত
২৮।	হযরত ছাইয়েদেনা শায়েখ কাজী জিয়াউদ্দীন ওরফে শেখ জিয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	২১ রজব ৯৮৯ হিজরী	কছবানেউতনী লৌক্ষ্মো ভারত
২৯	হযরত ছাইয়েদেনা শায়েখ জামলুল আউলিয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	১লা শওয়াল ঈদুল ফেতর ১০৪৭ হিজরী	কোড়াজাহনা বাদ ফতেহ পুর,

নম্বর শুমার	আছমায়ে তাইয়েবাহ	তারিখে ভেছাল	মদকান শরীফ
৩০।	হযরত ছাইয়েদেনা ছাইয়েদ মুহম্মদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	৬ই শাবান ১০৭১ হিজরী	কালপী শরীফ ভারত
৩১।	হযরত ছাইয়েদেনা আহমদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	১৯ই সফর ১০৮৪ হিজরী	কালপী শরফী ভারত
৩২।	হযরত ছাইয়েদেনা ছাইয়েদ ফজলুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	১৪ই জিলক্বদ ১১১১ হিজরী	কালপী শরীফ ভারত
৩৩।	হযরত ছাইয়েদেনা ছাইয়েদ শাহ বরকত উল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	১০ই মহরম ১১৪২ হিজরী	মারহরাহ্ শরীফ
৩৪।	হযরত ছাইয়েদেনা ছাইয়েদ শাহ আল মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	১৬ই রজ্জাবুল মোবারক ১১৬৯ হিজরী	মারহরাহ শরীফ
৩৫।	হযরত ছাইয়েদেনা ছাইয়েদ শাহ হামজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	১৪ই রমজান শরীফ ১১৯৮ হিজরী	মারহরাহ শরীফ
৩৬।	হযরত ছাইয়েদেনা ছাইয়েদ শাহ আল আহমদ আচ্ছে মিয়া	১২ই রবিউল আউয়াল ১২৩৫ হিজরী	মারহরাহ শরীফ
৩৭।	হযরত ছাইয়েদেনা ছাইয়েদ শাহ আলে রাসুল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	১৮ই জিলহজ্ব ১২২৬ হিজরী	মারহরাহ
৩৮।	আলা হযরত মোজাদ্দেদ আজম শাহ আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	২ ই সফর ১৩৩০ হিজরী শুক্রবার ২-৩৮ মিঃ	বেরেলী শরীফ
৩৯।	শাহজাদায়ে আলা হযরত আলে রহমান মুফতিয়ে আজম হিন্দ, মোস্তফা রেজা খাঁন রাদিয়াল্লহু	১২ই মহরমুল হারাম ১৪০২ হিজরী	বেরেলী শরীফ
৪০।	আশেকে রাসুল, মাসুকে এলাহী হযরতুল আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী শাহ্ মাদ্দাজিল্লু হুল আলী		

রেজভীয়া দরবার শরীফের বার্ষিক ওরছ মোবারক

আমার মুরিদান ও ভক্তবৃন্দের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের ১০ ও ১১ই তারিখ মানব ও জ্বীন জাতীর পীর হযরত গাউছুল আজম মাহ্বুবে ছোবহানী কুতুবে রাব্বানী শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর স্মরণে বাৎসরিক ওরছ মোবারক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওরছ মোবারকে বিশেষভাবে নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার সুমহান শান, তাঁহার মহত্ব ও গৌরবের বিষয় তথা হাক্কীকতে মোহাম্মদীর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এতদ্ব্যতীত, বায়াতে রাসুলসহ তরিকতের তালিম তাওয়াজ্জুহে প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রতি চন্দ্র মাসের ১০ তারিখ দিবাগত রাত্রে রেজভীয়া দরবার শরীফে গিয়ারভী শরীফ (১১ই শরীফ) অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর সকলেরই প্রতি আমার আরজ এই যে, যাহারা আমাকে ভালবাসেন তাহারা আমার মাদ্রাসা ও এতিমখানার প্রতি সর্বদা সুপরামর্শের সহিত নজর রাখিবেন। জানিবেন প্রতিষ্ঠান দুইটি আপনাদেরই। মনে রাখিবেন, আমার মুরিদান ও ভক্তবৃন্দের মধ্যে যাহারা মাদ্রাসা ও এতিমখানার প্রতি যতবেশী ভালবাসা ও খেয়াল রাখিবেন তাহারা যেন আমার প্রতিই খেয়াল ও ভালবাসা রাখিলেন ; এবং আল্লাহ পাকের খাঁটি বান্দা ও নবীয়ে পাকের খাঁটি প্রেমিক ও প্রকৃত ছুন্নী আলেম বানাইতে সহায়তা করিবেন।

পরিশেষে, আল্লাহ্ ও তাহার হাবীব নূরে খোদা গায়েবের খবর দেনে-ওয়ালা স্বশরীরে জিন্দা হাজির ও নাজির মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার দরগায় আপনাদের ইহকালের শান্তি ও পরকালের মুক্তি কামনা করি। আমিন।

ইতি—

মাওঃ আকবর আলী রেজভী

ছুন্নী আল্‌কাদেরী

নছিহত : আমার সকল ভক্তবৃন্দ ও বিশেষভাবে মুরিদানগণের প্রতি কঠোর আদেশ করা হইল যে, আপনারা নিম্নলিখিত ওয়াজায়েফগুলি পালন করিবেন। মনে রাখিবেন যাহারা নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে মনে প্রাণে ভালবাসিয়া তাঁহার রীতিনীতি অনুসারে চলিবেন, তাহারা কেবল আমার মুরিদ ও ভক্তের মধ্যে পরিগানত হইবেন।

১। আমার লিখিত কিতাব ওয়াজায়ে রেজভীয়া শরীফ বর্ণিত আউয়াবিন নামাজের পর দুই রাকাত নফল হেফজুল ঈমান নামাজ আদায় করিবেন। প্রত্যেক রাকাতে ছুরা ফাতেহা একবার ছুরায়ে এখলাছ সাতবার। নামাজ শেষে সেজদায় যাইয়া তিনবার ইয়া হাইয়্য, ইয়া কাইউমু এবং একবার ছাব্বিতনি আলাল ঈমান। পাড়বেন।

২। যাহারা আমার নিকট বায়াতে রাসুল গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা দুই রাকাত নফল নামাজ এই নিয়মে পাড়বেন যেন কেহই অবগত হইতে না পারে, এমনকি নিজের বিবিও জানতে না পারে, ওজু করিতেও যেন কেহ না দেখে। এই নামাজ পড়ার নিয়ম রাত্রে সুরা ফাতেহার পর এগারবার করিয়া ছুরা এখলাছ পড়া খুবই উত্তম। উক্ত নামাজ প্রত্যহ একবার, সপ্তাহে, মাসে, বৎসরে অথবা জীবনে একবার হইলেও পড়িতে হইবে।

বিঃ দ্রঃ আমার সমস্ত ঈমানদার সুন্নী মুসলমান ভ্রাতা ও ভগ্নিকে বিশেষ করিয়া আমার সমস্ত মুরীদীন মোতাক্কেদীন ও ভক্ত অনুরক্তগণের প্রতি জানাইতেছি যে রীতিমত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করিবেন এবং ওজুর সহিত ডাইনমুড়ে বসিয়া অথবা দাড়াইয়া নিম্নলিখিত দরুদ শরীফ বেশী বেশী মহব্বতের সঙ্গে পাঠ করিবেন।

দরুদ শরীফ ঃ—

ছাল্লাল্লাহু আলান্নাবীয়িল উম্মীয়ে ওয়ালিহী, ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামা, ছালাতাও ওয়া ছালামান আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ।

জানিয়া রাখুন! দরুদ শরীফ "সৌভাগ্যের পরম মনি স্বরুপ।" আর বাকী সময় ওজু থাকুক না থাকুক পাক নাপাকের প্রশ্ন নাই; মনে মনে সর্বদা হু-আল্লাহ॥ জপিতে থাকিবেন, কাজে কর্মে সকল অবস্থায় এই মোবারক নামের জিকির খেয়ালে ধ্যায়ানে জারি রাখিবেন, কেহ যেনও টের না পায়, জানিতে বা বুঝিতে না পারে, আপনি কি করিতেছেন।